ইউনিট ১০

পোল্ট্রি

গৃহপালিত পাখি যেমন হাঁস, মুরগি, কবুতর, রাজহাঁস, কোয়েল ইত্যাদিকে পোল্ট্রি বলা হয়। এ সমস্ত পাখি মানুষের তত্বাবধানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ডিম ও মাংসের উৎস হিসেবে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। হাঁস-মুরগি পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে চলেছে। আমাদের দেশেও বিগত বছরগুলোতে পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। পোল্ট্রি শিল্প বিশেষ করে ব্রয়লার ও লেয়ার খামার বেকার সমস্যা, দারিদ্র দূরীকরণে মহিলাদের কর্মসংস্থানে বিশাল ভূমিকা রেখে আসছে। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আপনি পোল্ট্রির সংগা ও গুরংত্ব এবং বাংলাদেশে পোল্ট্রির বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

পাঠ ১০.১

পোল্ট্রির সংগা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোল্ট্রির সংগা বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

পোল্ট্রি সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের পূর্বে তেমন ধারণা ছিল না। বিগত বছরগুলোতে পোল্ট্রির সাথে প্রায় সবাই পরিচিত। পোল্ট্রি বলতে সেসব পাখিকেই বোঝায় যেগুলো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রধানত ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষে খামার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের তত্ত্বাবধানে লালন পালন করা হয়। এগুলোর মধ্যে হাঁস-মুরগি, কোয়েল, কবুতর, গিনিফাউল উল্লেখযোগ্য। পোল্ট্রি খামার দুই প্রকার যেমনঃ পারিবারিক পোল্ট্রি ও বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার। পারিবারিক পোল্ট্রি খামারী পর্যায়ে উন্মুক্ত ও আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিপালিত হয়। এ শ্রেণিভূক্ত পোল্ট্রি প্রাকৃতিক উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং অবাধে বিচরণ করে। এদের স্বল্প পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এদের ডিম ও মাংস উৎপাদন ক্ষমতা কম। পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি সাধারণত পরিবারের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং গরীব জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে প্রতিপালিত হয়। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারী পর্যায়ে আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ন আবদ্ধ অবস্থায় অর্থ উপার্জনের উৎস হিসেবে প্রতিপালন করা হয়। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি দুই শ্রেণির যেমনঃ লেয়ার বা ডিম পাড়া, ব্রয়লার বা মাংস উৎপাদন। এরা উন্নত জাতের, ডিম ও মাংস উভয়ই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারীর সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০।

পারিবারিক পর্যায়ে পোল্ট্রি সাধারনত পরিবারের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং গরীব জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে প্রতিপালিত হয়।

পোল্ট্রির কিছু কতিপয় সংগা

বেবি চিক (Baby Chick) : সদ্য ফুটন্ত মুরগির বাচ্চাকে বেবি চিক বা বাচ্চা মুরগি বলে।
পুলেট (Pullet) : যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন স্ত্রী মুরগি যে এখনও ডিম পাড়েনি।
ককরেল (Cockrel) : যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষ মোরগ যার বয়স ১ বৎসরের কম।
ব্রয়লার (Broiler) : মাংসল জাতের মোরগ-মুরগির সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত নরম ও বেশি মাংসের জন্য উৎপন্ন ৬-৮ সপ্তাহের কচি মুরগিকে ব্রয়লার বলে।
লেয়ার (Layer) : অধিক ডিম উৎপাদনকারী মোরগ-মুরগির জাতের সংমিশ্রণে সৃষ্টি ৪-৫ মাস বয়সের মুরগি যা ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে লেয়ার বলে।
স্কোয়াব (Squab) : কবুতরের বাচ্চা যার পাখা গজায়নি এমন ছানাকে স্কোয়াব বলে।
মোরগ (Cock) : ১ বছর বা তার বেশি বয়সের মোরগ।

মুরগি (Hen) : ডিম পাড়ার পর পুলেটকে মুরগি বলা হয়।
হাঁস (Duck) : স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয় প্রকার হাঁসকে বোঝায়।

পোল্ট্রির গুরুত্ব

আমিষের চাহিদা পূরণে পোল্ট্রি উপখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কর্মজীবি মহিলাদের কাজের একটি বড় উৎস। এছাড়া দারিদ্র বিমোচনে এবং বেকার যুবক এবং যুব মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টিতে এ খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিম্নে পোল্ট্রির গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো-

- পোল্ট্রি প্রাণিজ আমিষের (ডিম ও মাংস) চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- বেকারত্ব দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- গ্রামীণ মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছে।
- বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
- পোল্ট্রি খাদ্যের জন্য ফিড মিল এবং এ সকল ফিড মিলের কাঁচামাল হিসেবে ভূট্টা, গম ব্যবহৃত হচ্ছে।
- পোল্ট্রির নাড়িভূঁড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পোল্ট্রি ফিড তৈরি করা যায়।
- পোল্ট্রির বিভিন্ন গ্রন্থি হতে হরমোন তৈরি করে তা থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পোল্ট্রির হাড় ও বিষ্ঠা উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে জমিতে ব্যবহৃত হয়।
- হাঁস-মুরগি আমাদের বাসস্থানের আশেপাশের বিভিন্ন উচ্ছিস্ট পদার্থ খেয়ে বাসস্থানের পরিবেশকে বসবাসের উপযোগী রাখতে সহায়তা করে।
- অনেক পোল্ট্রি (মোরগ লড়াই) আমাদের বিনোদনের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- পোল্ট্রির রক্ত, নাড়ীভূঁড়ি ও বিষ্ঠা সরাসরি মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমন্বিত মাছ চাষে হাঁস ও মুরগির বিষ্ঠা দিয়ে মাছের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়।
- হাঁস-মুরগির পালক দ্বারা খেলার সামগ্রী, ঝাড়ু ইত্যাদি তৈরি হয়।

সারমর্ম

পোল্ট্রি বর্তমানে আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে পরিগনিত। পোল্ট্রি শিল্পে অসংখ্য জনবল নিয়োজিত যা বেকার সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অমিষের চাহিদা পূরণ ছাড়াও নতুন কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কাজের সুযোগ, বেকার সমস্যার সমাধান ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোল্ট্রি বিশাল ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোনটি পোল্ট্রি নয়?
ক। কবুতর গ। মুরগি
খ। হাঁস ঘ। ছাগল

২. বাণিজ্যিক পোল্ট্রি কয় শ্রেণির?
ক। ২ গ। ৩
খ। ৪ ঘ। ৫

৩. পোল্ট্রির নাড়িভূঁড়ি দিয়ে কী তৈরি হয়?
ক। ব্লাড মিল গ। ফিড মিল
খ। কোকোনাট মিল ঘ। ফ্রগ মিল

পাঠ ১০.২

বাংলাদেশে পোল্ট্রির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোল্ট্রির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পোল্ট্রির ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পোল্ট্রির বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। প্রতিটি কৃষি পরিবার ফসলের ন্যায় হাসঁ মুরগী পালন করে থাকে। ফসল ও পারিবারিক পোল্ট্রি এক অপরের সম্পুরক। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০ ভাগ গ্রামে বসবাস করে এবং প্রতিটি বাড়িতেই পারিবারিক পর্যায়ে উম্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস মুরগি পালন করা হয়। বাংলাদেশের পোল্ট্রির সংখ্যা যথাক্রমে মুরগী - ২১,২৪,৭০,০০০ ও হাঁস - ৩,৯৮,৪০,০০০। হাসঁ সাধারণত বেশিরভাগ প্রতিপালিত হয় হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে। দেশীয় জাতের পোল্ট্রির ডিম উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৫০-৬০ টি। অথচ বাণিজ্যিক জাতের লেয়ার বা ডিম পাড়া মুরগী বছরে প্রায় ৩০০ টি ডিম দিয়ে থাকে।

পোল্ট্রি শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৪০-৪৫ লক্ষ জনগোষ্ঠী কর্মরত আছে।

বর্তমানে নিবন্ধনকৃত বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০ এর অধিক। বাণিজ্যিক খামারগুলোতে বাচ্চা উৎপাদনের উপযোগী প্রায় ৭০-৮০ টি হ্যাচারী খামার রয়েছে। পোল্ট্রি শিল্পে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রায় ৫০ টির অধিক ফিড মিল আছে। এ শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৪০-৪৫ লক্ষ জনগোষ্ঠী কর্মরত আছে। জাতীয় পর্যায়ে পোল্ট্রি একটি দ্রুত বর্ধনশীল উন্নয়নশীল শিল্প।

পোল্ট্রি শিল্পে বর্তমানে নিম্নরূপ সমস্যাগুলো বিদ্যমান -

১। নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব।
২। রোগ দমনে সরকারী পর্যায়ে অবকাঠামোগত দূর্বলতা।
৩। প্রয়োজন মোতাবেক টিকা ও প্রতিষেধক ঔষধের অভাব।
৪। খাদ্যের অতিরিক্ত মূল্য।
৫। প্রয়োজন মোতাবেক মান সম্পন্ন বাচ্চার অভাব।
৬। উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব।
৭। খামারীদের হাসঁ মুরগি প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রশিক্ষনের অভাব।
৮। অপ্রতুল চিকিৎসা সেবা।

পোল্ট্রির ভবিষ্যত সম্ভাবনা

গরু বা খাসীর মাংশের তুলনায় পোল্ট্রি মাংশে চর্বির পরিমাণ কম থাকে বিধায় স্বাস্থ্যঝুকি অনেকাংশে কম।

পোল্ট্রি শিল্প পৃথিবীতে একটি দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ যেমন ডিম, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি সহ অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়ের উৎস সম্প্রসারণ করা সম্ভব। প্রায় অধিকাংশ দেশেই মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের ক্ষেত্রে পোল্ট্রি মাংশের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে পোল্ট্রি মাংশের প্রতি ভোক্তাদের আগ্রহ এবং তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। এছাড়া গরু বা খাসীর মাংশের তুলনায় পোল্ট্রি মাংশে চর্বির পরিমাণ কম থাকে বিধায় স্বাস্থ্যঝুকি অনেকাংশে কম। অপরদিকে ডিম সকলের কাছে একটি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাবার হিসেবে সমাদৃত। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রাণিজ আমিষের একটি বড় অংশই হচ্ছে পোল্ট্রি নির্ভর।

সরকারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীন পর্যায়ে দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। কেবলমাত্র পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমানে বিদ্যমান ডিম ও মাংসের মাথাপিছু প্রাপ্তি ও চাহিদার দূরত্ব অনেকাংশে কমানো সম্ভব। সুতরাং এ অপার সম্ভাবনাময় শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও বেসরকারী উদ্দোক্তাদের বিণিয়োগের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ, দারিদ্র হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। একটি সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে পোল্ট্রি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

পোল্ট্রি শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প যেমন- ফিড মিল, ফিড এডিটিভ্স ও ফিড সাপ্লিমেন্টস্ ইত্যাদি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে এবং এসব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোল্ট্রি ফিডের কাঁচামাল বিশেষ করে ফিশ মিল, গম, ভূট্টা, সয়াবিন, ঝিনুকের গুড়া ইত্যাদির চাহিদা ব্যপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনকারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এসকল শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সারমর্ম

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ গ্রামে বাস করে এবং প্রায় অধিকাংশ পরিবারই হাঁস-মুরগি পালন করে থাকে। এছাড়া বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামার বিশেষ করে লেয়ার ও ব্রয়লারের খামারও দিন দিন বেড়ে চলছে। এ শিল্পে প্রায় ৪০-৫০ লক্ষ জনগোষ্ঠী কর্মরত। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ যেমন- ডিম, মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়ের উৎস সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

পাঠোত্তোর মূল্যায়ন ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. দেশি মুরগি বছরে কয়টি ডিম দেয়?
ক। ২০ টি গ। ৪০ টি
খ। ৩০ টি ঘ। ৫০ টি

২. কী পরিমাণ জনগোষ্ঠী পোল্ট্রি শিল্পের সাথে জড়িত?
ক। ১০ লক্ষ গ। ৩০ লক্ষ
খ। ২০ লক্ষ ঘ। ৪০ লক্ষ

৩. কোনটি পোল্ট্রি ফিডের কাচাঁমাল নয়?
ক। ফিস মিল গ। ভূট্টা
খ। গম ঘ। বার্লি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন -ইউনিট-১০

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। পোল্ট্রির গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। পোল্ট্রির ভবিষ্যত সম্ভাবনা বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। উদাহরনসহ পোল্ট্রির সংগা লিখুন।
২। বাংলাদেশে পোল্ট্রির পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করুন।
৩। পোল্ট্রির সমস্যাগুলো লিখুন।